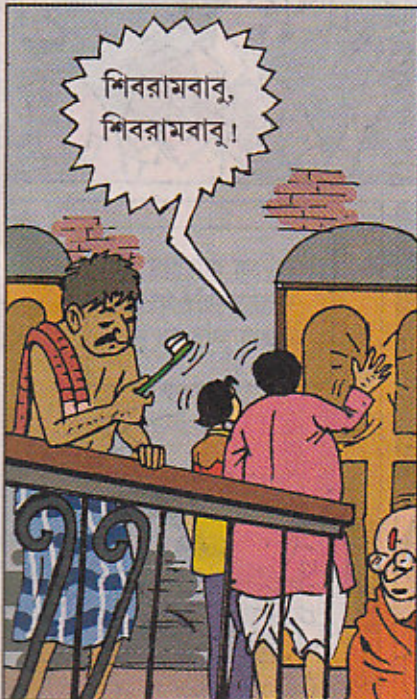
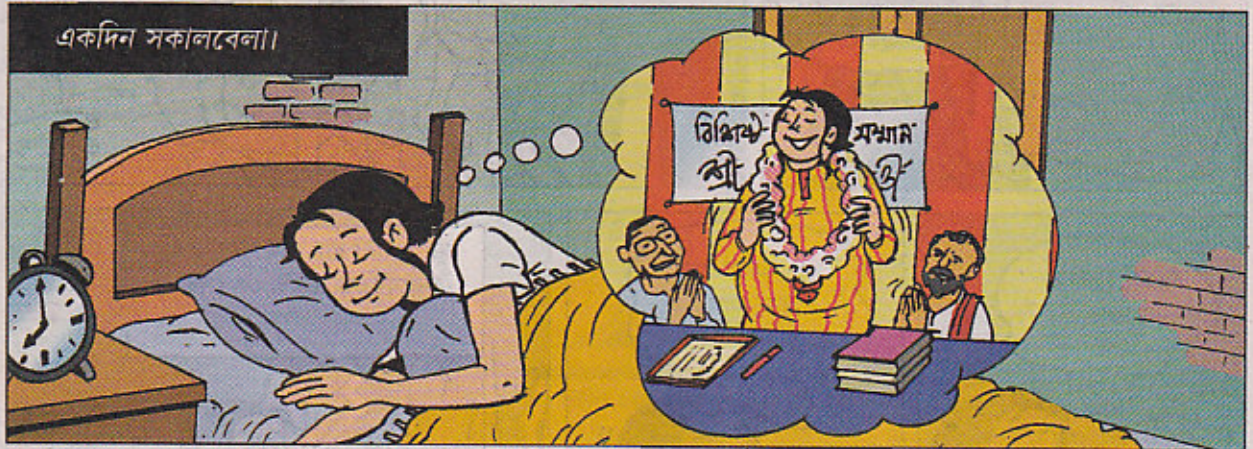


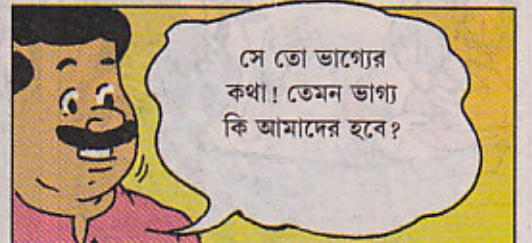
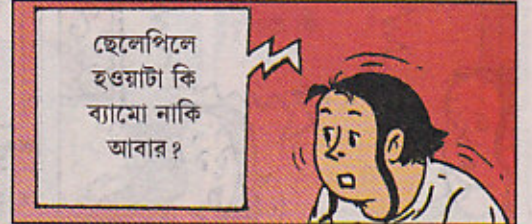
ডাক্তার ডাকলেন ২খবর্ষন

গল্প: শিবরাম চক্রবর্তী

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

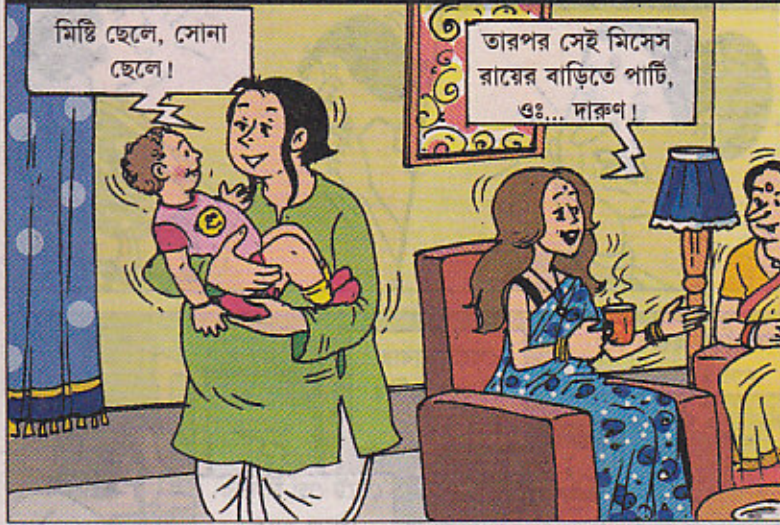








একবার হর্ষবর্ধনের বাড়িতে তাঁর এক অতি আধুনিক শ্যালিকা বেড়াতে এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর ফুটফুটে বাচ্চা।

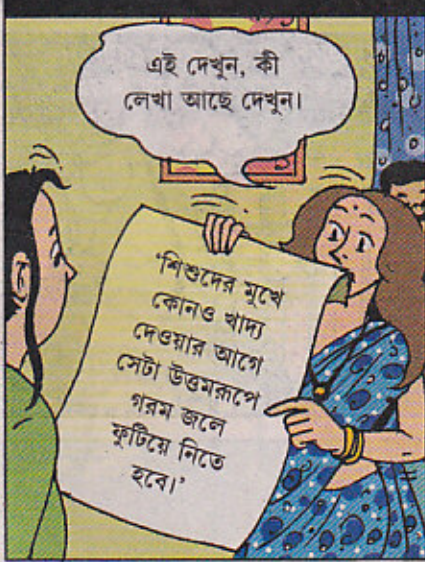




অ্যাষ্টিসেপটিক? সে
আবার কী?

আপনি নাকি লেখক?
হাইজিনের জ্ঞান নেই
আপনার? ষ্ট্রেঞ্জ! ভেরি
ষ্ট্রেঞ্জ! দাঁড়ান দেখাচ্ছি
আপনাকে!

একটা বড় চাট ব্যাগ থেকে বের করে..



এই দেখুন, কী
লেখা আছে দেখুন।

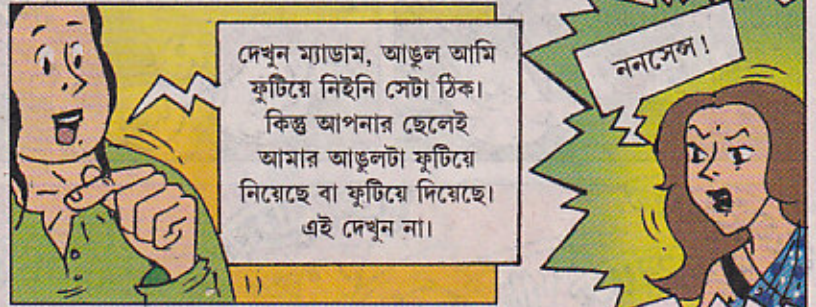
'শিশুদের মুখে
কোনও খাদ্য
দেওয়ার আগে
সেটা উত্তমরূপে
গরম জলে
ফুটিয়ে নিতে
হবে।'



আড়ল কি
একটা খাদ্য
নাকি?

একদম
অখাদ্য!

বিশেষ করে
পরের আড়ল।



দেখুন ম্যাডাম, আড়ল আমি
ফুটিয়ে নিইনি সেটা ঠিক।
কিন্তু আপনার ছেলেই
আমার আড়লটা ফুটিয়ে
নিয়েছে বা ফুটিয়ে দিয়েছে।
এই দেখুন না।

ননসেন্স!



ও মশাই! কোথায়
হারিয়ে গেলেন?
এদিকে আমার বউ...?

আমার বউদি!



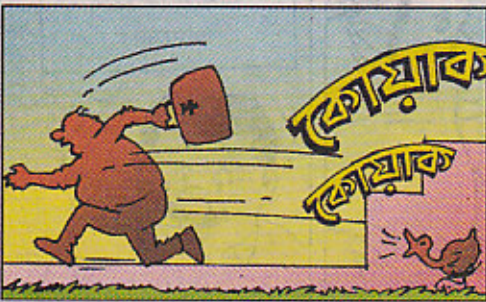
হ্যাঁ, হ্যাঁ, রামডাক্তারকে কল
দিন শিগ্গির, ডাকতে পাঠান
কাউকে। দেরি করবেন না।



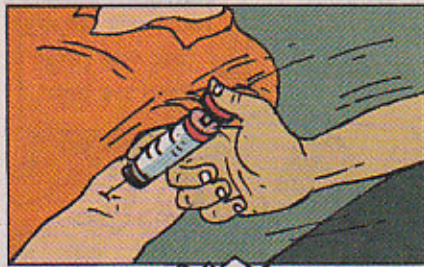
ডাক্তার
ডাকব?

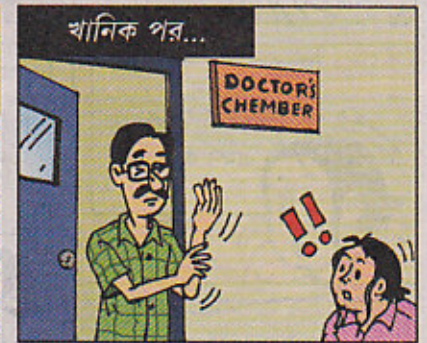
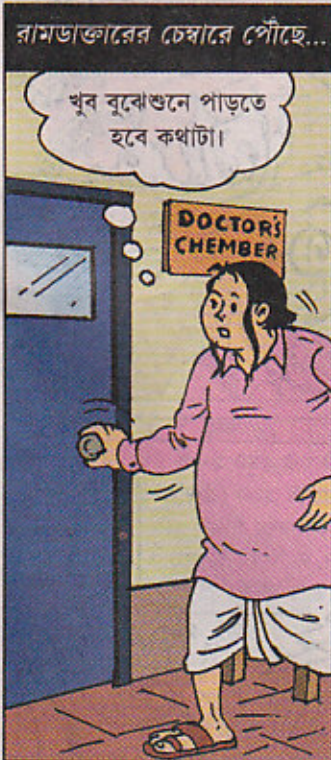


ডাকলে কি তিনি
আসবেন?











তবে কার জন্য এসেছেন?



মানে... হর্ষবর্ধনবাবুর জীর শরীরটা...!

হর্ষবর্ধন



হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। তাড়াতাড়ি চলুন। ওঁর জী...

অসম্ভব, অসম্ভব। ওই অভদ্রলোকের বাড়িতে...! না না!



সে কী? ওঁরা তো ভদ্রতার অবতার।

অবতার না ছাই! সাংঘাতিক অভদ্র। বাড়িতে ডেকে অপমান করেছেন আমাকে।



বলেন কী ডাক্তারবাবু? হর্ষবাবু এমন করেছেন?



হাঁসেদের দিয়ে?

হ্যাঁ মশাই। আমাকে দেখেই বজ্জাত হাঁসগুলো এমন গাল দিতে শুরু করল, বাবা রে!

কোয়াক কোয়াক



হর্ষবাবু নিজে করেননি, করিয়েছেন ওঁর পোষা হাঁসেদের দিয়ে। একই ব্যাপার হল।



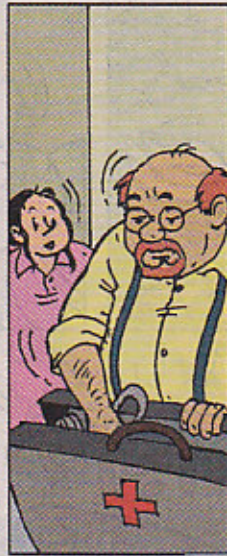
না না, হাঁসেরা কি কাউকে কখনও গাল দেয়? আরে মশাই, হাঁসকেই তো লোকে গালে দেয়। ডাক-রোস্ট, আহা, গালে দিলে যেন হাতে স্বর্গ পাই।

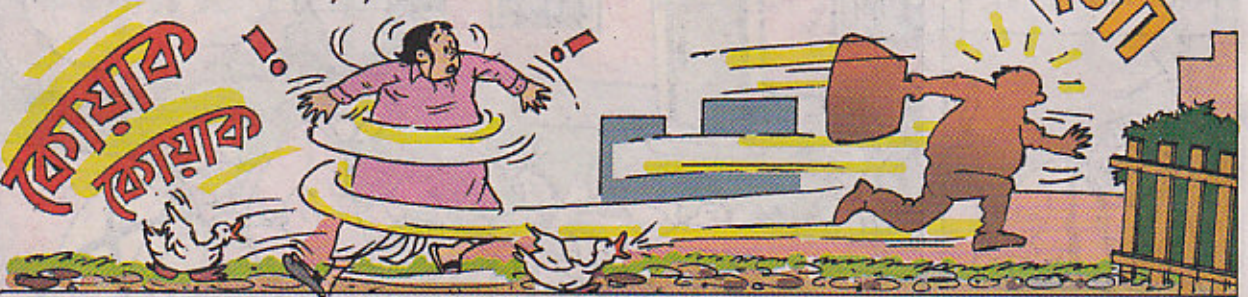
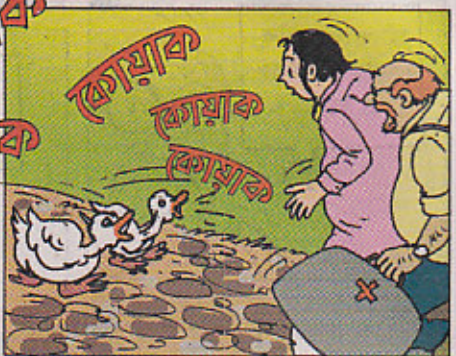
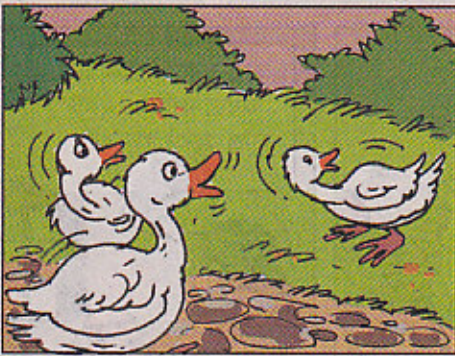


ও আপনি যাই বলুন মশাই, আমাকে দেখেই এমন কোয়াক-কোয়াক করতে লাগল হাঁসগুলো, আমি কি হাতুড়ে ডাক্তার নাকি?



ডাক্তার ভাবনায় পড়লেন।







হর্যবর্ধন ধপ করে বসে
পড়লেন।

কী হবে
এখন?

বউকে বাঁচাতে
গেলে হাঁস বিদেয়
করুন মশাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, আর
কোনও উপায় নেই।

হর্যবর্ধনের
ভাবনা বাড়ল।

শেষে কিছুক্ষণ পরে...

ঠিকই বলেছেন
শিবরামবাবু। এ
দুনিয়ায় কে
কার?

হাঁস কি আমার? হাঁসের
কি আমি?

হাঁস কি আমার
সঙ্গে যাবে?

হাঁস কি আমি
ধূয়ে খাব?

হ্যাঁ। দুনিয়ায় হাঁস নিয়ে কেউ আসে না,
যদিও সবাই হাঁসফাঁস করে মরে।

ঠিক-ঠিক! থাক গে হাঁস, যেতে
দাও। বহুট টাকা মাটি হবে এই
যা! বিস্তর টাকায় কেনা
হাঁসগুলো। যাকগে, টাকা মাটি,
মাটি টাকা।

বাগানে গিয়ে...!

যা যা, তোরা
মুক্ত!

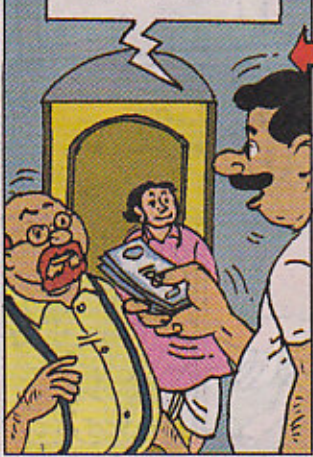
রাখে রাম মারে কে? মারে
রাম রাখে কে? কার হাঁস কে পোষে?
যা যা তোরা! যা!



হংসবিদায়ের খবর শুনে
রামডাক্তার ব্যাগ হাতে
ব্যাগ্র হলেন।



এই যে ডাক্তারবাবু
আপনার ভিজিট।



পেশেন্ট কোথায়?

উপরের ঘরে,
আসুন।





গিন্নি-গিন্নি,
ডাক্তারবাবু
এসেছেন।



কী কষ্ট হচ্ছে আপনার বলুন তো?



মাথা টনটন।



আর কিছু?



দাঁত কনকন।



দাঁতে
পোকা?



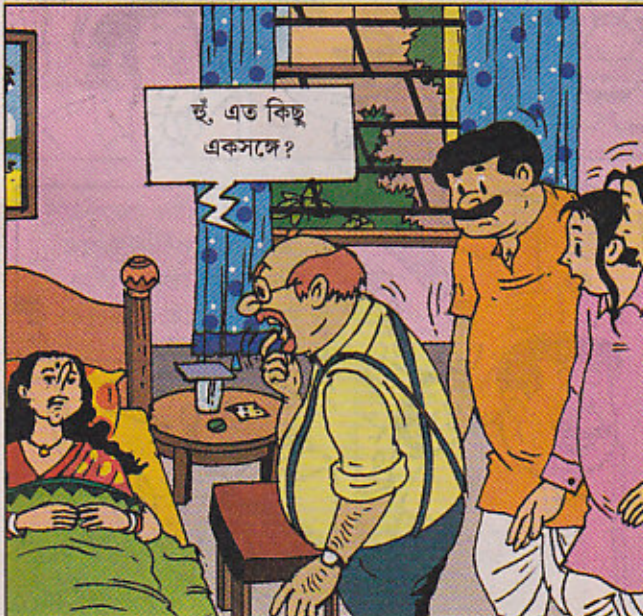
গা শিরশির।



আর?



পেট
কামড়াচ্ছে।



হুঁ, এত কিছু
একসঙ্গে?



একবার বাইরে
আসুন তো!



সবাই ঘরের বাইরে এল।



গিমির কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

লিভার পিলে?

ছেলেপিলে?



খুব কঠিন কেস।

বউ আমার বাঁচবে তো?

বউদি!



না না, ভয়ের কারণ নেই। এক্ষেত্রে মারাত্মক কিছু আশা করছি না, তবে...!

তবে কী?

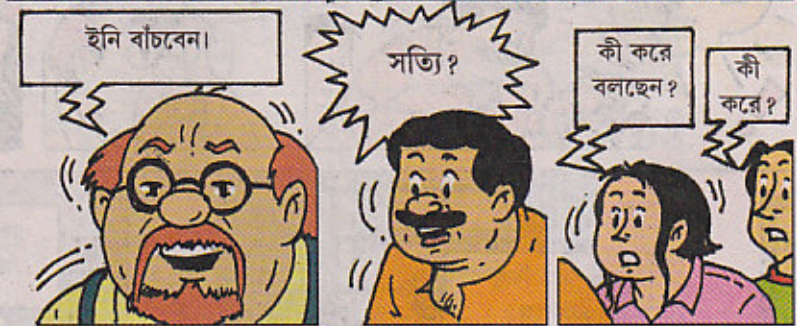


তবে এই রোগে সাধারণত দশজন রোগীর মধ্যে ন'জনই মারা যায়। একজন বাঁচে মাত্র।

অ্যাঁ!

তবে!

বউদি!



ইনি বাঁচবেন।

সত্যি?

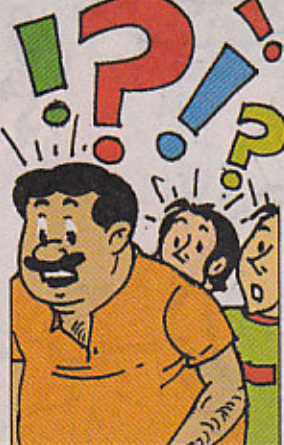
কী করে বলছেন?

কী করে?

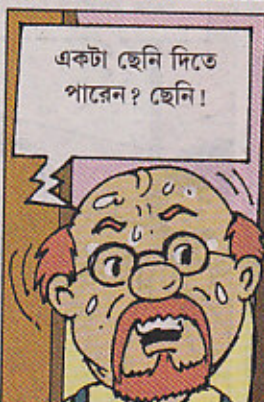
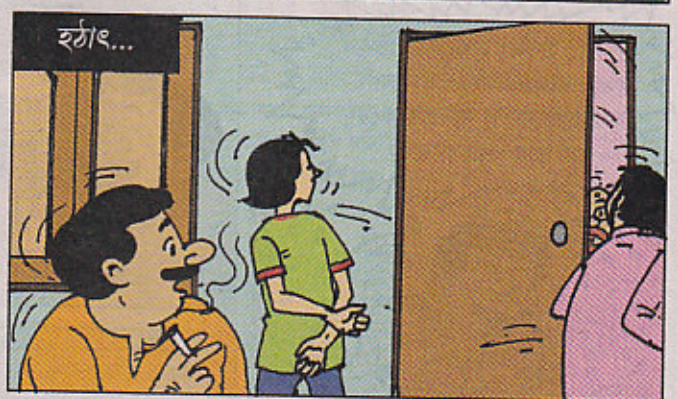
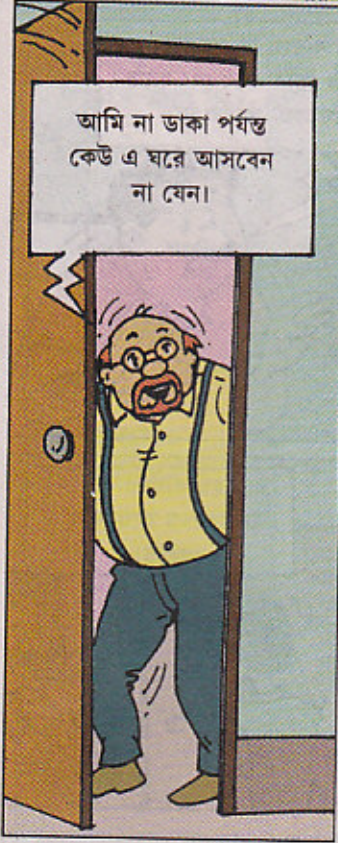


এর আগে এই রোগে ন'জন আমার হাতে মারা গিয়েছেন।

ইনি দশম! এঁকে মারে কে?



যাই হোক, এবার পেশেন্টকে ভাল করে পরীক্ষা করতে দিন। আমি ভিতরে যাচ্ছি, আপনারা বাইরেই থাকুন।





ছেনি কী হবে
ডাক্তারবাবু?



এখন বোঝানোর টাইম
নেই। তাড়াতাড়ি দিন,
হাতে সময় খুব কম।



কথা বাড়াস না গোবরা!
শিগগির ছেনি এনে দে। হাতে
সময় কম, শুনলি না?



ছেনি এনে দেওয়া হল।



এবং...



ছেনি দিয়ে কী
চিকিৎসা হবে?



বোধ হয় বউদির মাথার
উকুনগুলো ঘষে-ঘষে
মারবে।



হ্যাঁ হ্যাঁ, উকুন। মাথা ভর্তি উকুন
তোর বউদির। কতবার বলেছি
উকুনমারা শ্যাম্পু ব্যবহার করো,
কে কার কথা শোনে!



কিন্তু তা বলে
উকুন থেকে আশ্রয়
সব!



হতে পারে মশাই, হতে
পারে। উকনের কামড়েই
হয়তো...!



কিংবা দাঁত ঘষার কাজেও
ছেনি লাগতে পারে।

বউদির দাঁতে
তো মাঝে-
মাঝে ব্যথা
হত!



হবে না? দাঁতে ভর্তি
পোকা। কতবার বলেছি,
গিমি, দু'বেলা দাঁত
মাজো।

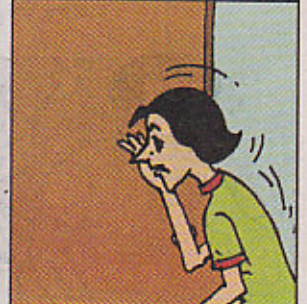


কিন্তু তা বলে দাঁত থেকে আস্ত সব?

হ্যাঁ মশাই, খারাপ দাঁত থেকে শরীরে হাজারও রোগ আসে।

ভিতর থেকে একটা ঘষার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

গোবরা কাছে এগিয়ে গেল ভাল করে শোনার জন্য।



হঠাৎ...

ড্রপ্স



আ-আপনাদের বাড়িতে হাতুড়ি আছে? হাতুড়ি?



আঁ!

হাতুড়ি দিয়ে কী করবেন?



প্রশ্ন করবেন না। টাইম খুব কম। তাড়াতাড়ি দিন।



দরজা বন্ধ হয়ে গেলা।

দাদা গো, হাতুড়ি দিয়ে কী হবে গো?



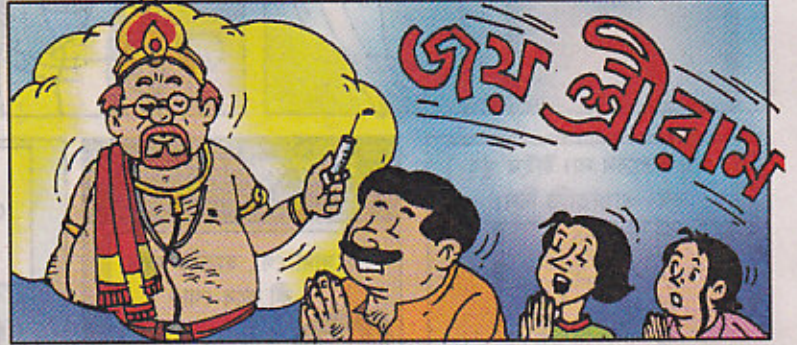
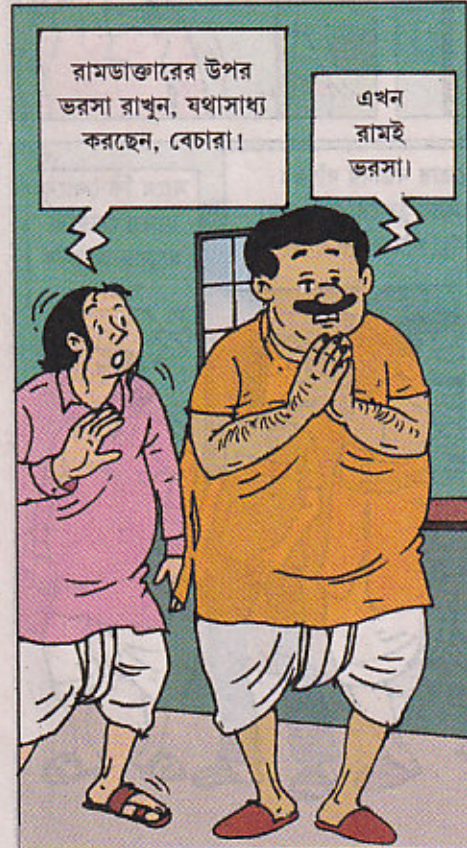
তোর বউদির দাঁতের গোড়ায় ঠুকবে বোধ হয়। নাঃ, দাঁতগুলো গেল!

সাথে কি লোকে রামডাক্তারকে হাতুড়ে ডাক্তার বলে?



গোবরা হাতুড়ি এনে দিল।









যথেষ্ট হয়েছে।
আর নয়।



আমার চোখের সামনে বউটাকে
করাতচেরা করবে আর আমি তা বসে-বসে
দেখব? লোকটা পেয়েছে কী?

তা-তা হয় নাকি?



হতভাগা ডাক্তার!

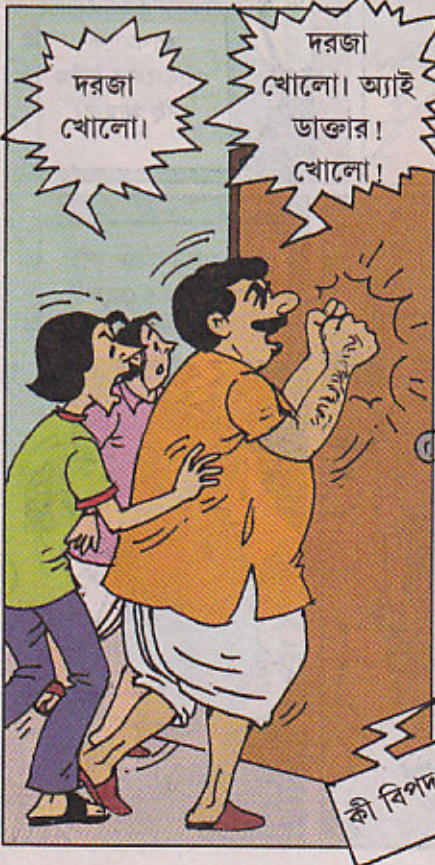


ব্যাটা ডাক্তার
বলে যা খুশি তাই
করবে?



বউদিকে করাত দিয়ে কেটে
ফেলেনি তো দাদা?

কেটে
ফেলাছি
ব্যাটাকে।



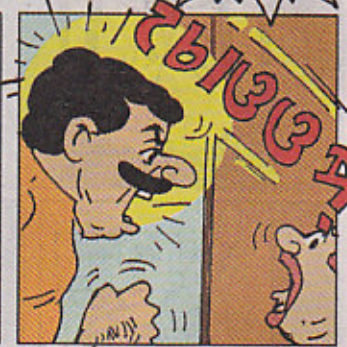
দরজা
খোলো।

দরজা
খোলো। অ্যাঁই
ডাক্তার!
খোলো!

কী বিপদ!



কী হল? বললাম না... না
ডাকলে...!

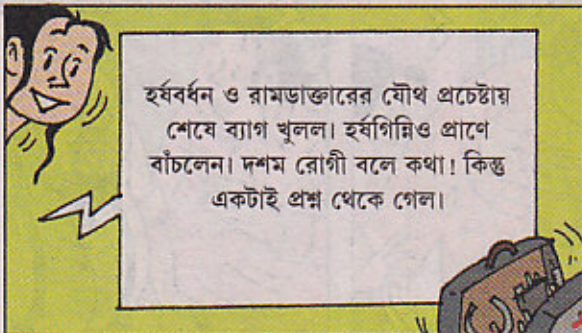
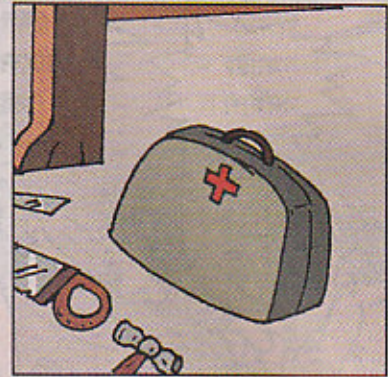


কী, পেয়েছটা কী?
অ্যাঁ!

ছেনি-করাত-
হাতড়ি নিয়ে!

ব-ব-ব-ব





(সমাপ্ত)